শিশু নির্বাচন

‘হারজিত তো আছেই। আমি হেরে গেলেও যে জিতবো তার সাথে কাজ করবো’

শিশুদের জন্য টাঙ্গাইলে সেভ দ্যা চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়া আয়োজন করে নির্বাচনের। বিয়াল্লিশ হাজার ক্ষুদে ভোটার ১৬ ফেব্রুয়ারি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে তাদের প্রতিনিধি। নির্বাচনকে ঘিরে সারা দিন ছিল উৎসবের আমেজ। ছিল না জাতীয় নির্বাচনের মত অস্ত্রের মহড়া। অর্থের প্রলোভন। শিশুদের গণতান্ত্রিক উৎসবের এদিন নিয়ে এবারের ২৪ ঘন্টার প্রতিবেদন

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য** ছবি : **শোয়েব ফারুকী**

১৬ ফেব্রুয়ারি

রাত ১.০০ : নির্মাণাধীন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কাজ চলছে। ঝুঁকিপূর্ণ এ পথ ধরেই মাইক্রোবাসটি টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। প্রতি মিনিটেই ঢাকাগামী ট্রাক দ্রুতবেগে আমাদের অতিক্রম করছে। ড্রাইভার জানালেন, যমুনা সেতু উদ্বোধনের পর এ রোডটির গুরুত্ব বেড়ে গেছে। দুই বছর আগেও গভীর রাতে এ রাস্তা দিয়ে ভয়ে তেমন পরিবহন চলাচল করত না। এখন রাতেও যানজট লেগে যায়।

২.৩০ : টাঙ্গাইল শহর থেকে এক কিলোমিটার আগে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের মোড়ে মাইক্রোবাসটি থামলো। ছোট একটি গলি ধরে পৌঁছলাম সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার টাঙ্গাইলস্থ অফিসে। অফিসের সামনে বিশাল দীঘি। এ বাড়িটি যাদুসম্রাট পিসি সরকারের। পিসি সরকার জীবনের অনেক সময় কাটিয়েছেন এ বাড়িতে।

২.৪৫ : অফিস বেশ সরগরম। কর্মকর্তারা ব্যস্ত। নির্বাচন তদারকি করতে ঢাকা থেকে ইতিমধ্যে এসেছেন ফেমা’র প্রোগ্রাম অফিসার মোহম্মদ ফিরোজুল হক।

: আপনারা কি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন?

: হ্যাঁ, আমাদের শিশু প্রতিনিধিরা এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। গত সপ্তাহে আমি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

৩.০০ : শিশুদের এ নির্বাচন নিয়ে মতবিনিময় করছেন সেভ দ্য চাইল্ড অস্ট্রেলিয়ার কো অর্ডিনেটর শাহ কামাল ও শিশু অধিকার ফোরামের ভাইস চেয়ারম্যান সুলতান মোহম্মদ রাজ্জাক। তাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিলেন নির্বাচন কভার করতে ঢাকা থেকে আসা বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

৩.৩০ : অফিসের এক পাশে রাখা হয়েছে একটি বিলবোর্ড। বিলবোর্ডে শিশুদের ছবি এঁকে নির্বাচনের প্রক্রিয়া বোঝানো হয়েছে। পাশে চেয়ারে বসে আছেন প্রতিষ্ঠানের থিয়েটার ইন ডেভেলপমেন্টের কনসালটেন্ট মারুফ খান। নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতেই তিনি চোখ রাখলেন বিলবোর্ডটির ওপর।

: কেন এ শিশুদের নিয়ে নির্বাচন?

: আমরা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরনের সৃজনশীল কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এ নির্বাচন তারই অংশ। টাঙ্গাইলের স্থানীয় ৮টি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন আমাদের সহযোগিতা করছে।

: আপনাদের ভোটার কত?

: এলাকার ছয় থেকে আঠারো বছরের ছেলে-মেয়েরা ভোটার। নির্বাচনে বিয়াল্লিশ হাজার শিশু ভোট দেবে। এবারে ৯টি ইউ-নিয়নের শিশু পরিষদ চেয়ারম্যানের জন্য ৪৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তার মধ্যে ৩২ জন ছেলে শিশু ও ১৬ জন মেয়ে শিশু। শিশুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশ ও নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে এ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছে।

হারজিত নেই। সবাই বিজয় আনন্দে মত্ত

রিটানিং ও পলিং অফিসাররা ব্যস্ত ভোট নিতে

ক্ষুদে ভোটারদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন ফেমা প্রতিনিধি

মেয়েদের লাইনটি আরো সুশৃংখল

হাতে লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে ভোটের কালি

৪.০০ : ঢাকা থেকে নির্বাচন কভারেজ দিতে এসেছে বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক। এসেছে ইটিভি'র প্রতিনিধি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। হলরুমের মত একটি বিশাল রুমে তাদের ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রুমে ২০/২৫টি খাট পাতা হয়েছে। শিশুদের নির্বাচন থেকে জাতীয় নির্বাচন, সব কিছু নিয়ে চলছে জগাখিচুড়ি আলাপ।

৪.৩০ : ফটিকজানি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে মুক্ত একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। শামিয়ানা টানানো হচ্ছে। ৪/৫ জন কর্মী ভীষণ ব্যস্ত।

৫.৩০ : ভোর হয়ে এসেছে। চারদিকে পাখির ডাক। যেন এক নৈসর্গিক পরিবেশ। একটি রেলগাড়ি নির্মাণাধীন রেল লাইন দিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে। এ রেল লাইনই যমুনার দুই পাশের রেলপথকে একত্রিত করেছে। স্থানীয় রিকশা ড্রাইভার সালাম বেশ আনন্দের সাথে বলল, টাঙ্গাইলের বদনাম গুচাইছে। এখন আমাগোরেও রেল লাইন আছে।

৬.০০ : জোবায়েদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ভোটারদের জন্য ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স নিয়ে এসেছেন পোলিং অফিসার হুমায়ুন কবীর খান।

: ব্যালট বাক্সগুলো কোথায় পেলেন?

: জেলা নির্বাচন কমিশন শিশুদের নির্বাচনে সহযোগিতা করার জন্য ছয়শ' ব্যালট বাক্স দিয়েছে। সেখান থেকেই এ কেন্দ্রে দুটো ব্যালট বাক্স আনা হয়েছে।

: নির্বাচন কখন শুরু হবে?

: আমরা সকাল দশটা থেকে ভোট নেয়া শুরু করবো। দুপুর তিনটা পর্যন্ত একটানা ভোট চলবে। এখানে তিনটি গ্রামের শিশুরা ভোট দেবে।

৭.৩০ : ভোট কেন্দ্রটি দেখতে কয়েকজন শিশু ভোটার এসেছে। উৎসুক তাদের চোখ। কখন ভোট শুরু হবে। কথা হল পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ভোটার খুরশিদার সাথে।

: কেন এখানে এসেছ?

: দেখতে, কহন ভোট শুরু হইতাছে।

: কাকে ভোট দেবে?

: আমি ভোট দেবো মোমবাতি মার্কায়।

: কেন মোমবাতিতে ভোট দেবে?

: আমি মোমবাতিতে ভোট দেবো। কারণ সে আমার গ্রামের মেয়ে। গ্রামের মেয়েকে ভোট দেবো না কাকে দেবো!

: তোমার গ্রাম কোনটি?

: আশিকপুর।

৮.০০ : সেভ দ্য চাইল্ডের টাঙ্গাইলস্থ অফিসের কর্মকর্তারা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ব্যস্ত জেলা পরিষদের নির্বাচিত শিশু প্রতিনিধিরা। জেলা শিশু প্রতিনিধি মিঠু ও সুমি নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। তারা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে শিশু প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে এলাকায় শিশু অধিকার রক্ষার আন্দোলন জোরদার হবে বলে জানালেন।

৯.৩০ : টাঙ্গাইল শহর থেকে ফটিকজানি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল প্রায় দশ কিলোমিটার। এ কেন্দ্রে যেতেই দেখা গেল দল বেঁধে ক্ষুদে ভোটার ভোট দিতে কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। অনেকের সাথে অভিভাবকও। যেন জাতীয় নির্বাচনের মত উৎসবমুখর পরিবেশ।

৯.৪৫ : ফটিকজানি ভোটকেন্দ্রে শিশু ভোটারদের কলকাকলীতে মুখরিত। প্রায় পাঁচ শতাধিক শিশু ভোটার দীর্ঘ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে খোলা হয়েছে মুক্ত ভোটকেন্দ্র। রাখা হয়েছে সবার সামনে ব্যালট বাক্স। ব্যালট পেপার আম, মাছ, ঘুড়ি, কলম, মোমবাতি প্রতীকের ছবি। নির্বাচন পরিচালনার জন্য রয়েছে এ কেন্দ্রে আঠারোজন পোলিং এজেন্ট। একজন রিটার্নিং অফিসার। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন ফেমার দুইজন শিশু পর্যবেক্ষক।

নির্বাচন দেখতে এসেছেন সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার কান্ট্রি ডিরেক্টর

১০.০০ : ভোট দেয়া শুরু হল। সহকারী রিটার্নিং অফিসাররা শিশু পরিষদের তালিকা বের করলেন। এ কেন্দ্রে প্রথম ভোট দিতে এল সোহেল। ক্লাস ওয়ানের ছাত্র। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল বাবা ও মায়ের নাম। সহকারী রিটার্নিং অফিসার নামের সাথে বাবা ও মায়ের নাম মিলিয়ে দেখলেন। কেটে দিলেন দুইটি ব্যালট পেপার। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড পরিষদের প্রতিনিধির জন্য ভিন্ন ব্যালট পেপার নিয়ে সোহেল বাঁশের বেড়ার বুথে চলে গেল। বুথে চুপচাপ বসে সিল মারলো ব্যালটে। তারপর ব্যালট ভাঁজ করে ব্যালট বাক্সে ফেলে দিলো।

: ভোট দিতে কেমন লাগছে তোমার?

: খুব ভাল।

: কাকে ভোট দিলে?

: বলবো না।

১১.২৫ : ক্ষুদে ভোটারদের লাইন বেড়েই চলছে। সময় অতিক্রম হবার সাথে সাথে ছেলে শিশুদের লাইনে বেশ হুড়োহুড়ি শুরু হল। নিজেদের মধ্যে লাইনে ধাক্কাধাক্কি করে ওরা আনন্দ করছে। মেয়েদের লাইনটি তখনও সুশৃঙ্খল। এ কেন্দ্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া রেজা ভোট দিতে এসেছে।

: কেন ভোট দেবে তুমি?

: ভোট দিলে খেলার জিনিস দেবে।

: কাকে ভোট দেবে?

: কলসী মার্কায়।

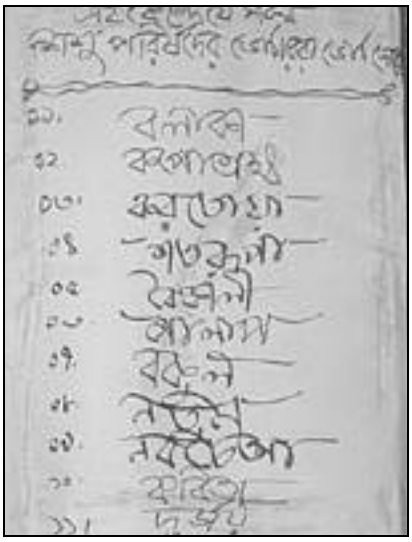

শিশু পরিষদের নাম টানানো হয়েছে

চুপি চুপি ভোট দেয়া

চল যাই ভোট দেই

: ও কি তোমাকে চকলেট দিয়েছে?

: না। ও জিতলে আমাগো খেলার মাঠ দিবো। বল দিবো।

১২.৩০ : এ কেন্দ্রে নির্বাচন পরিদর্শন করতে এসেছেন সেভ দ্য চাইল্ড অস্ট্রেলিয়ার কান্ট্রি ডিরেক্টর সুলতান মাহমুদ। তিনি শিশুদের আদর করছেন। পোলিং ও রিটার্নিং অফিসারদের কাছ থেকে খোঁজ নিলেন নির্বাচন সংক্রান্ত।

: শিশুদের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করলেন কেন?

: বাচ্চাদের অধিকার আছে সংঘবদ্ধ হওয়ার, তেমনি অধিকার আছে মত প্রকাশের। এই মত প্রকাশ তারা পরিবার ও সমাজে করতে পারে। সমাজে মত প্রকাশ

ভোট দানে নিপুণ যেন এ হাত

একা করা সম্ভব নয়। মত প্রকাশ করতে হলে সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজন নেতা ও নেতৃত্ব। এ নির্বাচন তাদের সংঘবদ্ধ হতে শেখাবে। '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনের পর আমরা দেখেছি শিশুরা এলাকায় নির্বাচন নির্বাচন খেলা করছে। এটাকে আমরা একটা রূপ দিতে চেষ্টা করলাম, তাদের অধিকার ও খেলাকে সমন্বয় করার জন্য।

: নির্বাচনে লাভ কি হবে?

: নির্বাচনের ফলে তারা অধিকার সচেতন হচ্ছে। মত প্রকাশে স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। অপরের মত প্রকাশের অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। এই নির্বাচন শিশুদের কাছে আনন্দের বিষয়।

: নির্বাচনে কত টাকা খরচ হচ্ছে?

: নির্বাচনে নানা ধরনের খরচ রয়েছে। সব মিলে আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা হবে।

১.০০ : ভোট দিতে এসেছে ছয় বছরের শিশু সীমা। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা সে দাঁড়িয়ে ছিল লাইনে। রিটার্নিং অফিসার তার নাম জিজ্ঞাসা করলো। তার নাম ভোটার তালিকায় পাওয়া গেল। বাবা ও মার নাম মিললো না। রিটার্নিং অফিসার তাকে ভোট দিতে দেয়নি। ভোট দিতে না পেরে সীমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। মাঠে এসে সে কেঁদে দিল। সীমার মত অনেকেই ভোট দিতে না পেরে মন খারাপ করে চলে গেছে।

ভোট দিতে দাঁড়িয়ে আসে ওরা কয়েক ঘন্টা। তবু যেন ক্লান্তি নেই

১.৩০ : চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোসাম্মদ রোজিনা। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। সে ভোটারদের কাছে যাচ্ছে। সহপাঠীদের উৎসাহিত করছে তাকে ভোট দেয়ার জন্য।

: তুমি কেন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছ?

: এলাকার শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য।

: ভোটে জিতে তুমি কি করবে?

: এলাকার বাল্য বিবাহ বন্ধ করবো। যারা স্কুলে না যায় তাদের বাবা-মাকে বুঝাবো যেন ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠায়। শিশু জন্মের পর অভিভাবকেরা তার নাম ইউনিয়নে লেখায় না। তাদের বলবো আপনার শিশুর নাম তালিকাবদ্ধ করেন। শিশু পরিষদের সদস্যদের খেলার জিনিস দেবো।

২.০০ : রসুলপুর প্রাথমিক স্কুলের ভোট কেন্দ্র বেশ ফাঁকা। এখানে পোলিং অফিসার ভরত চন্দ্র সরকার। তিনি জানালেন এখানে শতকরা ৫০ ভাগ ভোট পড়েছে। এখানে নয়াপাড়া দোয়েল শিশু কেন্দ্রের কেউই ভোট দিতে আসেনি।

২.৩০ : মাওলানা আব্দুল মতিন খান ডিগ্রি কলেজের ভোট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ প্রায় শেষের দিকে। ১০/১৫ জন শিশু ভোটার দাঁড়িয়ে আছেন লাইনে। এ কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার আনোয়ার হোসেন খান।

: কেমন হল নির্বাচন?

: বেশ ভালো। শিশুরা তো কোমলমতি। তাদের চাওয়া-পাওয়া নেই। তাই নির্বাচন নিয়ে জাতীয় নির্বাচনের মত অস্ত্রের মহড়া নেই। ভোটকেন্দ্র দখলের প্রবণতা নেই। এ নির্বাচন থেকে জাতীয় নেতাদের শিক্ষা নিতে হবে। গণতন্ত্র কিভাবে সুসংহত হয়। চর্চা হতে পারে।

৩.০০ : টাঙ্গাইল শহর এখন ব্যস্ত। সরু রাস্তার দু'পাশে বেশির ভাগই পুরনো বিল্ডিং। রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকানে জটলা চলছে। চাওয়ালা বৃদ্ধ রফিক মিয়া।

উন্মোক্ত ভোট কেন্দ্র। সবার সামনে ভোট

: শিশুদের এ এলাকায় নির্বাচন হচ্ছে জানেন কি?

: হ্যাঁ। আমার নাতি নির্বাচনে খাড়াইছে।

৩.২৫ : সেভ দ্য চাইল্ডের অফিসে বসে নির্বাচন নিয়ে আলাপ করছেন বিন্দুবাসিনী গভঃ হাই স্কুলের শিক্ষিকা শওকত আরা বেগম, নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের প্রধান অ্যাড-ভোকেট ছবি রায়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. মোহম্মদ কামরুজ্জামান, কলেজ শিক্ষক বিমল চন্দ্র। পিসি সরকারের বাড়িটি নিয়ে কথা হল অধ্যাপক বিমল চন্দ্রের সঙ্গে।

: এটা কি পিসি সরকারের পৈতৃক বাড়ি?

: হ্যাঁ, এটাই তাদের আদি বাড়ি। ৪৭-এর দেশ বিভাগের পর পিসি সরকার ওপারে চলে যায়। আমার বাবা আনন্দ মোহন চন্দ্রের কাছে পিসি সরকারের আনেক গল্প শুনেছি।

: কেমন গল্প এলাকায় পিসি সরকারকে নিয়ে ছড়িয়ে আছে?

: বাবার কাছে শুনেছি পিসি সরকার

খোলা হয়েছে তথ্য কেন্দ্র

একদিন বাড়ির সামনে বসে ছিলেন। একজন জেলে ঝাঁকায় করে কৈ মাছ নিয়ে যাচ্ছিল। পিসি সরকার তাকে ডাক দেয়। সে ডাকে সাড়া না দিয়েই চলে যায়। বাজারে গিয়ে দেখে তার মাছগুলো সব ব্যাঙ হয়ে গেছে। বাজার থেকে এ বাড়িতে ছুটে এসে জেলে কান্নাকাটি শুরু করে। পিসি সরকার বলেন, বাজারে যাও সব আবারও মাছ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এ বাড়ির সামনে একটি কলা গাছের ওপর একটি বট গাছ জন্মেছিল। সবাই তাকে যাদুর গাছ বলতো। স্বাধীনতার পরও গাছটি এ বাড়িতে ছিল।

বাড়িতে পৌঁছে গেছে ভোটের নম্বর

: বর্তমান বাড়ির মালিক কে?

: আজম এন্টারপ্রাইজের কুদরত-ই-আজম। বাড়ির জায়গা ২.১৩ শতাংশ। শুনেছি সে কিনে নিয়েছে। কিভাবে তা জানি না। এলাকাবাসীর দাবি বাড়িটি পিসি সরকারের স্মরণে জাদু একাডেমী করা হোক।

৪.০০ : কালিহাতী সাতুটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে ভোট গণনা চলছে। রিটার্নিং ও পোলিং অফিসাররা ব্যালট বাক্সের সব ভোট সবার সামনে টেবিলে ঢেলে ফেলেছে। উৎসুক প্রার্থীরা ক্ষুদে এজেন্টরা ভোট গণনার হিসাব রাখতে বেঞ্চে উৎসুক হয়ে বসে আছে। এ কেন্দ্রে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়েছে সুমি আক্তার।

: তুমি কিভাবে ভোটের ক্যানভাস করেছ।

: আমাদের পরিচিতি সভা হয়েছে। সেখানে আমরা সকল প্রার্থী ভোটারদের সামনে বক্তৃতা রেখেছি। ভোট চাইতে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে গিয়েছি। স্কুলের বান্ধবীদের দিয়েও ভোট চাওয়াইছি।

৪.২৫ : এ কেন্দ্রে ভোট গণনা চলছে জেরেসোরে। চেয়ারম্যান পদে ছয়জন প্রার্থী। তবে মোমবাতি ও প্রজাপতির মধ্যে চলছে তীব্র লড়াই। ভোটকেন্দ্র দেখতে এসেছেন ফেমা'র প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ ফিরোজুল হক। তিনি ফেমা'র শিশু পর্যবেক্ষকদের সাথে আলাপ করছেন।

: ভোট কেমন দেখলেন?

: বেশ ভাল। শিশুরা বেশ ভালভাবে ভোট দিতে পেরেছে। এতে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত হবে।

৫.০০ : এ কেন্দ্রে ভোট গণনা শেষ। কেন্দ্রে ১৯টি ভোট মাত্র বাতিল হয়েছে। ৩৩৭টি ভোটের মধ্যে ২০৫টি ভোট পড়েছে।

ওরা ব্যস্ত নির্বাচনের ফলাফল শুনতে

চেয়ারম্যান পদে প্রজাপতি প্রতীক পেয়েছে ১০৬টি। মোমবাতি পেয়েছে ৫৬টি।

৬.০০ : কালিহাতী রামগতি ইউনিয়নের শ্রীগোবিন্দ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভোট গণনা প্রায় শেষ। এখানেও মোমবাতি ও প্রজাপতিতে হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রজাপতি মার্কায় দাঁড়িয়েছে রুবেল সিদ্দিকী।

: কাদের সিদ্দিকী তোমার কি হয়?

: চাচা লাগে।

: ইলেকশনে যদি তুমি হেরে যাও তবে তুমি কি করবে?

: ইলেকশনে তো হারজিত আছেই। আমি হারলেও আমার সহপাঠী যে জিতবো তার

নির্বাচন কভারেজ দিতে এসেছে বিটিভি। যেন জাতীয় নির্বাচনের আমেজ

সাথে মিলেমিশে কাজ করবো। আমি জিতলে ওরা আমার সাথে মিলেমিশে কাজ করবো। আমরা সবাই তো বন্ধু। আমরা সবাই মিলে শিশু অধিকারের কথা বলবো।

৬.৩০ : ভোট গণনা শেষ। ভোট কেন্দ্রে যেন উৎসবের আমেজ। পরাজিত ও বিজয়ী সকল শিশু মিলে মিছিল বের করেছে। ভোটের হারজিত তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। এ দৃশ্য অবাক হয়ে দেখছেন হাজী ফজলু মিয়া। কথা হল তার সাথে।

: কেমন লাগলো শিশুদের ভোট?

: খুব ভাল লেগেছে। সবাই মিলে ওরা আনন্দ করছে। অথচ এ কেন্দ্রে '৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ভোট হয়েছিল লতিফ সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজের মাঝে। ফল ঘোষণার পর ভয়ে আমরা ঘর থেকে বের হইনি। শিশুদের এ নির্বাচন থেকে আমাদের গণতন্ত্র শিখতে হবে।